বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত খাতে প্রবৃদ্ধির উদ্যোগ ভাল ফলাফল বয়ে আনে

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী বিনিয়োগর মোট ৪৫.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২.৬ বিলিয়ন টাকা) অনুদানের - বিনিয়োগ এবং ব্যাক্তিগত খাতে প্রবৃদ্ধির সরকারী একটি উদ্যোগ বাংলাদেশের নগদ অর্থের অভাবগ্রস্ত/ কাতর অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গতবছরের ফেব্রুয়ারীতে শেষ হওয়া সরকারের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋন, যোগাযোগ স্থাপন এবং বিনিয়োগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করেছে। অংশগ্রহনকারী ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বহিরাগত বিনিয়োগকারী যেমন, ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স কোম্পানীসমূহের কাছে মেয়াদী আয় জামানত হিসেবে ৩৮.৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২.৪ বিলিয়ন টাকা) সরবরাহ করার মাধ্যমে মেয়াদী বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছে। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ সেইসাথে একই পাঁচ বছরের প্রকল্পকালীন সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট কর্তৃক সর্বমোট ইক্যুইটি মূলধন এর ৫.৯ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহের বিপরীতে / তুলনায় মোট ৫ বিলিয়ন টাকা ঋন সংগ্রহ করেছে।

ছয়টি অংশগ্রহনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নতুন সংগ্রহকৃত তহবিল বিভিন্ন খাত, যেমন- তৈরী পোষাক রপ্তানী খাত, খাদ্য, বস্ত্র, যোগাযোগ, যাতায়ত, সিরামিক, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মোট ১৪৭ টি উপ- প্রকল্প সম্প্রসারনে অথবা শুরু করার জন্য বিনিয়োগ করেছে। এই সমস্ত উপ-প্রকল্পগুলি ১৪,২১৮ জনের সরাসরি কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, যার মধ্যে বিশাল/ প্রধান একটি অংশ হলো মহিলা এবং অতিরিক্ত হিসেবে ৩,৮৪২ মিলিয়ন টাকা প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

এই ছয়টি অংশগ্রহনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋনপত্র (বন্ড) এবং ঋনস্বীকার পত্র (ডিবেঞ্চার) (২২ জন বিনিয়োগকারীর নিকট মোট ২৩ টি ইস্যু করা হয়েছে) ইস্যু করে এবং তার মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান সম্পদের মাধ্যমে জামানত (এসেট ব্যাকড সিকিউরিটি) ইস্যু করেছে। বাংলাদেশে প্রথম জামানতকৃত ঋনপত্র এই উদ্যোগের আওতায় ২০০৪ সালের নভেম্বরে ইস্যু করা হয়। এটি জামানতকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত বেশ কিছু বাধাসমূহ, যেমন- আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উপস্থিতির অভাব, উচ্চ সরবরাহ মূল্য, নিয়ন্ত্রনকারী বাধ্যবাধকতার উচ্চ খরচ এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় দক্ষতার অভাব ইত্যাদি বাধাসমূহ অপসারন করেছে। সেইসাথে বাংলাদেশে নিরাপত্তকরন/ জামানতকরনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও উক্ত উদ্যোগটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। উক্ত প্রকল্পটি শেষ হবার পর ব্র্যাক কর্তৃক ২০০৬ সালের জুলাই মাসে ক্ষুদ্র ঋনের জামানতকরন গৃহীত হয়, যা ছিল ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বাজারে একটি অন্যতম পথ প্রদর্শনকারী লেনদেন।

এই উদ্যোগটি কিছু বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন- কারিগরী সহায়তা এবং নিজেদের শাসন ও ব্যবস্থাপনার চর্চা শক্তিশালীকরন, কোষাগার পরিচালনা, ঋন মূল্যায়ন কৌশলসমূহ এবং সম্পদের দায়বদ্ধতা পরিচালনার সক্ষমতা ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থাকেও শক্তিশালী করেছে। বাজারের সাথে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের হারের সমম্বয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি, তারল্য উজ্জীবিতকরন, ট্রেজারী বিল/ বন্ড এর ট্রেডিং (এই প্রকল্পের আওতায় প্রথমবারের মতো বিপরীত রেপো- লেনদেন সম্পন্ন হয়েছিল), বন্ড ইস্যু করার নিয়মনীতির কাঠামোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং নিবিড় নিয়ন্ত্রনকারী ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের

প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ফলাফল সমূহ অর্জনের ক্ষেত্রেও আলোচ্য উদ্যোগটি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানকৃত "বিনিয়োগ উৎসাহিতকরন এবং বিনিয়োগ সুবিধা" নামে অপর একটি ৫০ মিলিয়ন ডলারের সরকারী উদ্যোগ বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে শুরু হয়েছে। এটি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্যের বাইরে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সমূহে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিনিয়োগ বা আর্থিক বাজারে অর্থ সহায়তা করছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, বিশেষ করে, অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যক্তিগত খাতের উদ্যোক্তাগণের ভূমিকাকে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।